রিক্সাওয়ালা
চিত্রনাট্য পরিষদ
২1-1-55

রিক্সাওয়ালা

ছবিঘে আবাদী জমির মালিক শশী। চারপুরুষ আগে তার ঠাকুর্দার বাপ সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে চাষ সুরু করেছিল এই জমিতে।

গ্রামের জমিদার ভুজঙ্গ নস্কর যখন মোটা টাকা মুনাফার লোভে সমস্ত আবাদী জমি ভাসিয়ে দিয়ে মাছের চাষ করা সাবস্ত্য করলেন—গোল বাধলো তখন এই ছবিঘে জমি নিয়ে। কেননা জমিদারের জমির পাশেই রয়েছে শশীর জমি। ভাসাতে হলে সমস্ত জমিটাই ভাসাতে হবে। শশীকে ডেকে পাঠালেন তিনি—মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে কিনে নিতে চাইলেন তার জমি। কিন্তু মাটির মায়া চারপুরুষ ধরে অন্ন জুগিয়েছে যে মাটি সে মাটী শশী বেচতে পারবে না প্রান গেলেও না। ভয়ে ভয়ে বলতে—"তাছাড়া আবাদী জমি ভাসাবারও তো আইন নেই"। আইনের কথা শুনে ফোঁস করে উঠলেন ভুজঙ্গ নস্কর—হেসে বলেলেন, "আইনের কথ ই যদি তুলিস তাহলে তোর কাছে যা আমার পাওনা তাতে তোর ভিটে মাটি ঘর দোর সব কিছুই তো আমার" সেকথা শশী অস্বীকার করেনা—জমিদারের সে পাওনাই সে শোধ করে দেবে। শুধু কয়েকদিন সময় চাই তার।

কিন্তু একদিনের সময়ও দিতে চাইলেন না জমিদার ভুজঙ্গ নস্কর। থালা বাটি ঘটি ঘরে যা কিছু ছিলো সব বেচে দিয়ে টাকা সংগ্রহ করলো শশী—মিটিয়ে দিতে এলো জমিদারের সব পাওনা। কিন্তু তার হিসাবের চাইতেও অনেক বেশী পাওনা রয়েথে হিসেবের খাতায়—দেখালো শ্রীকান্ত নায়েব—শশীর অন্ধ বাপের টিপ সইও রয়েছে সেখানে। জমিদারের পা ধরে কেঁদে পড়লো শশী যা কিছু ছিল সব বেচে দিয়ে সে সংগ্রহ করেছে ঐ টাকা এখন ঐটা নিয়ে তাকে রেহাই দেয়া হোক। একদিন জমিদারের সব পাওনাই সে শোধ করে দেবে।...কিন্তু কোন মিনতিই শুনলেন না জমিদার ভুজঙ্গ নস্কর। আদালতের কাঠগোড়ায় এসে দাঁড়াতে হলো শশীকে। গরীব বলে আদালতের বিচারে সমস্ত দেনা মিটিয়ে দেবার জন্য সময় পেলো সে তিনমাস।

মাত্র তিনমাস...তিনমাসের মধ্যে সমস্ত টাকা মিটিয়ে না দিলে জমিদার দখল করবে তার চারপুরুষের চাষ করা জমি। কিছুতেই না—যেমন করে হোক টাকা তাকে জোগাড় করতেই হবে।

এলো সে কোলকাতায়---সংগে এলো দশ বছরের ছেলে শম্ভু। (কাঁধে করে করে মানুষ বয়ে) টাকা রোজগারের পথ বেছে নিল শশী। পল্লীগ্রামের দরিদ্র চাষী শহরে এসে হলো রিকসাওয়ালা। ছেলে শম্ভু ঠিক করলে—সে রোজগার করবে টাকা—সাহায্য করবে তার বাপকে। শহরে বড় রাস্তার ফুটপাতের পাশে বসে চীৎকার সুরু করলে শম্ভু—"জুতোপালিশ বাবু, জুতোপালিশ, চার পয়সা, ছ'পয়সা, বাপ আর ছেলে—অর্থলোভী জমিদারের কবল থেকে জমি মুক্ত করবার জন্য সুরু করলো অক্লান্ত পরিশ্রম।

তারপর.....চিত্রনাট্য পরিষদের নিবেদন

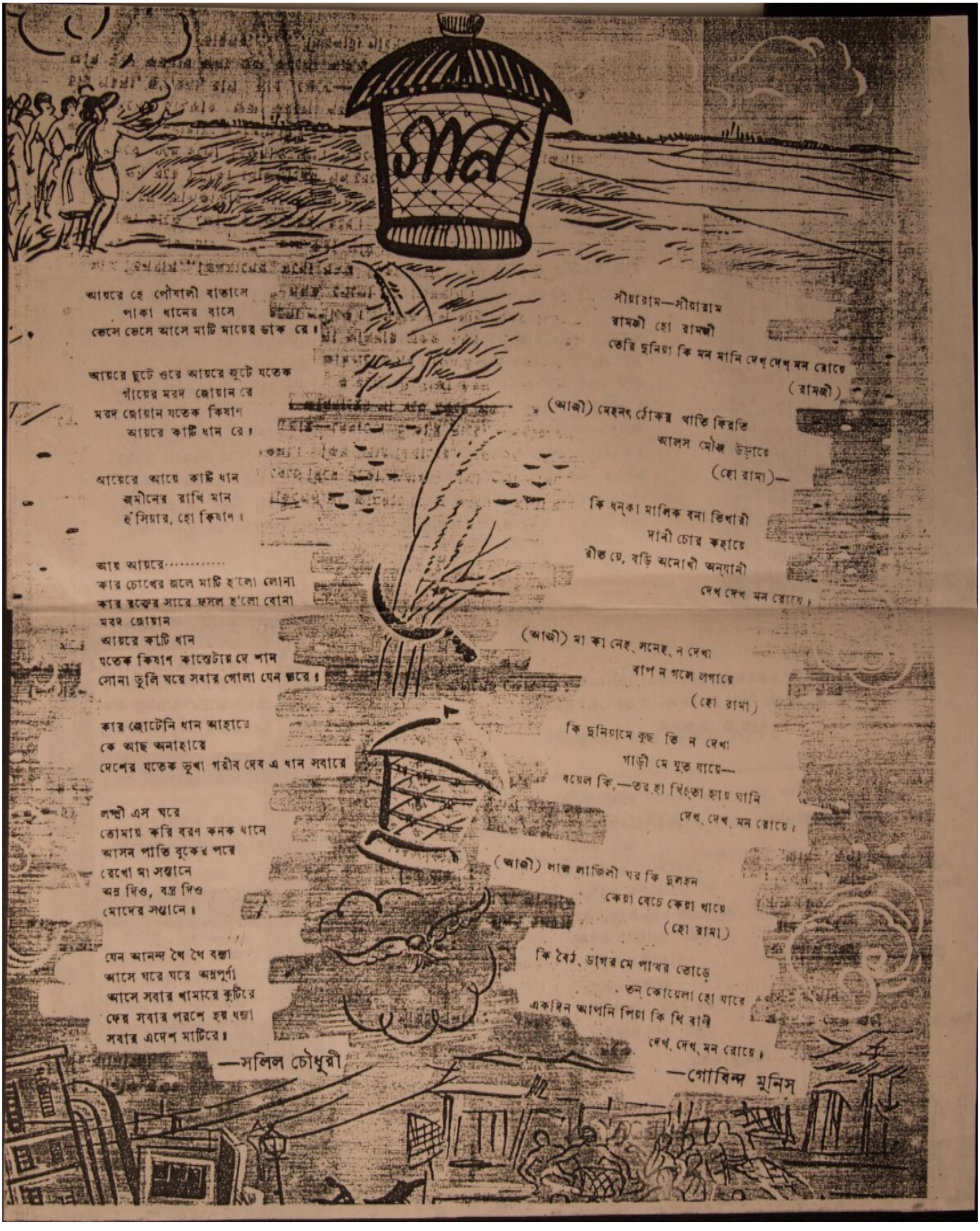
আয়রে হে পৌষালী বাতাসে
পাকা ধানের বাসে
ভেসে ভেসে আসে মাটি মায়ের ডাক রে।
আয়রে ছুটে ওরে আয়রে জুটে যতেক
গাঁয়ের মরদ জোয়ান রে
মরদ জোয়ান যতেক কিষাণ
আয়রে কাটি ধান রে।
আয়রে আয়রে কাটি ধান
জমীনের রাখি মান
হঁসিয়ার, হো কিষাণ।
আয় আয়রে.....
কার চোখের জলে মাটি হ'লো লোনা
কার রক্তের সারে ফসল হ'লো বোনা
মরদ জোয়ান
আয়রে কাটি ধান
যতেক কিষাণ কাস্তেটায় যে শান
সোনা তুলি ঘরে সবার গোলা যেন ভরে।
কার জোটেনি ধান আহারে
কে আছ অনাহারে
দেশের যতেক ভুখা গরীব দেব এ ধান সবারে
লক্ষ্মী এস ঘরে
তোমায় করি বরণ কনক ধানে
আসন পাতি বুকের পরে
রেখো মা সন্তানে
অন্ন দিও, বস্ত্র দিও
মোদের সন্তানে।
যেন আনন্দ খৈ খৈ বন্যা
আসে ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা
আসে সবার খামারে কুটিরে
ফের সবার পরশে হয় ধন্যা
সবার এদেশ মাটিরে।
—সলিল চৌধুরী
সীয়ারাম—সীয়ারাম
রামজী হো রামজী
তেরি দুনিয়া কি মন মানি দেখ্ দেখ্ মন রোয়ে
(রামজী)
(আজী) মেহনৎ ঠোকর খাতি ফিরতি
আলস মৌজ উড়ায়ে
(হো রামা)—
কি ধন্‌কা মালিক বনা ভিখারী
দানী চোর কহায়ে
রীত য়ে, বড়ি অনোখী অন্‌যানী
দেখ দেখ মন রোয়ে।
(আজী) মা কা নেহ, সনেহ, ন দেখা
বাপ ন গলে লগায়ে
(হো রামা)
কি দুনিয়ামে কুছ ভি ন দেখা
গাড়ী মে যুত যায়ে—
বয়েল কি,—তর হা খিঁচতা হায় ঘানি
দেখ, দেখ, মন রোয়ে।
(আজী) লাজ লাজিনী ঘর কি চুলহন
কেয়া বেচে কেয়া খায়ে
(হো রামা)
কি বৈঠ, ডাগর মে পাথর তোড়ে
তন কোয়েলা হো যায়ে
একদিন আপনি পিয়া কি ধি বানী
দেখ, দেখ, মন রোয়ে।
—গোবিন্দ মুনিস

প্রযোজনা : বানীকান্ত গুহ
ও অজয় ব্যানার্জ্জী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
সত্যেন বসু
কাহিনী ও সুর—
সলিল চৌধুরী।

গীতরচনা—সলিল চৌধুরী
ও গোবিন্দ মুনিষ

চিত্রগ্রহন: বিভূতি চক্রবর্ত্তী
শব্দ গ্রহণ : লোকেন বসু
সত্যেন চ্যাটার্জ্জি
দুর্গা মিত্র

শিল্প নির্দ্দেশ: নির্ম্মল মজুম
দার ব্যাবস্থাপনা : সুরেশ
পাল আলোকসম্পাত :
প্রভাস ভট চার্য্য
হরেন গাঙ্গুলী

সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
রূপসজ্জা :
তিনকড়ি অধিকারী
দৃশ্যপটে :
আর আর দিত্তে

যন্ত্র সঙ্গীত : ন্যাশন্যাল
আর্কেষ্ট্রা পরিচয় লিপি :
মনীন্দ্র মিত্র, বাদল দাস
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরিজ-
এ পরিস্ফুটিত

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও,
ক্যালকাটা মুভিটোন
ও নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

সহকারীগণ

পরিচালনায় : দুলাল গুহ, ননী ব্যানার্জ্জী, সমর বসু, নির্ম্মল সর্ব্বজ্ঞ

সঙ্গীতে : প্রবীর মজুমদার, অনল চ্যাটার্জ্জি, কৃষ্ণ বসু, আভাবিৎ ব্যানার্জ্জি

চিত্র গ্রহণ : ধীরেন ভট্টাচার্য্য, জগমোহন মেহরোত্রা, তরুন গুপ্ত

শব্দগ্রহণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা, তপন ঘোষ

সম্পাদনা : সুকুমার সেন গুপ্ত, তপেশ্বর প্রসাদ

ব্যাবস্থাপনা : রমেন মুখার্জ্জী, ধনির রাজকুমার

শিল্প নির্দ্দেশ দিবাকর দত্ত

আলোকসম্পাত : বিশ্বনাথ, অনিল, বৃন্দাবন, ফণী

রূপসজ্জায় বিজয়, পরেশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাথগেট কোং লি : জনরক্ষা সঙ্ঘ, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ
জগৎগঙ্গা সেবা সদন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

'রিক্সাওয়ালার' ভুমিকালিপি ঃ

তৃপ্তি মিত্র

কালী ব্যানার্জি, শ্রীমান মানিক, মাঃ সুখেন, সুধী প্রধান,
সুব্রত সেন, শীতল বন্দ্যোঃ, শান্তি ভট্টাঃ, বিনয় মুখো, নিরঞ্জন দাস,
পারিজাত, রমেন, চঞ্চল মধু, মমতাজ, দাসু, মাঃ ছটা,
মাঃ চন্দন, মাঃ সন্তু।
শান্তি পাল, সন্ধ্যা দেবী, লীলাবতী।

পরিবেশন ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

ডি ল্যুকস ফিল্মডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ'র

অনন্য চিত্রসম্ভার

অগ্রদূত পরিচালনায়

এম, পি'র ছটি

অনুপমা

সুনীল ব্যানার্জী—সুমাগ্রাম

ও

সবার উপরে

কাহিনী: নিতাই ভট্টাচার্য

শ্রে: সুচিত্রা, উত্তম

রূপজ্যোতির

অভিনয়ের শেষে

পরিচালনা : নির্মল দে

সঙ্গীত : অনিল বিশ্বাস

অরোরার ছটি

পরিশোধ

কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা ও প্রযোজক :

সুকুমার দাশগুপ্ত

ও

মহানিশা

অনুরূপা দেবীর

প্রসিদ্ধ কাহিনীর

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

রচিত চিত্ররূপ

পরিচালনায়

সুকুমার দাশগুপ্ত

আই এন এ'র

বাংলার বীর

হাম্বীর

সুকুমার কুমারের প্রযোজনায়

সাগরিকা

পরিচালনায় : অগ্রগামী রা

শ্রেঃ সুচিত্রা, উত্তম

দেবকী বসুর পরিচালনায়

দিলীপ পিকচার্সের ছটি

ভালোবাসা

ও

মীরার প্রভু

(গেভাকালারের প্রথম বাংলা ছবি)

Vijay Laxmi Press 61, Muktaram Babu Street, Calcutt—7